দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 DEC 1992

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতি

দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গত এপ্রিল মাসে (১৯৯২) বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে হাজার হাজার দরখাস্ত জমা পড়ে। পরে দরখাস্ত বাছাই পর্বে তাঁহারা যখন ঢালাওভাবে বহু দরখাস্ত বাতিল করিতে থাকেন, তখন প্রতিবাদের মুখে ধরা পড়ে যে বিজ্ঞাপনের ত্রুটির কারণেই বিভিন্ন দরখাস্ত বিভিন্ন রূপ হইয়াছে, ইহাতে দরখাস্তকারীদের কোন দোষ নাই। অতঃপর তাহারা নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখিয়া একই বিষয়ে আবার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দক্ষতার মান আল্লাহর রহমতে এমনই যে, এই বিজ্ঞাপনটিও তাহারা ত্রুটিমুক্তভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞাপনে দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখটির পর্যন্ত উল্লেখ নাই। আর বিজ্ঞাপনে তিন ক্যাটাগরির শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা উল্লেখ থাকিলেও বর্তমানে কেন শুধু 'খ' ক্যাটাগরির প্রার্থীরা দরখাস্তকরিতে পারিবেন এবং অন্যেরা পারিবেন না তাহাও বোধগম্য হইল না। পূর্বে যাহাদের দরখাস্ত বিজ্ঞাপনের ত্রুটির কারণে বাতিল হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 'ক' ও 'গ' ক্যাটাগরির প্রার্থীও রহিয়াছে এবং 'খ' ক্যাটাগরির ন্যায় তাহাদেরও পুনরায় দরখাস্ত করিবার অধিকার আছে।

আশা করি, বিজ্ঞাপনের উল্লেখিত ত্রুটি দূরীকরণার্থে এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে সকল ক্যাটাগরিভুক্ত প্রার্থীদের আবেদন করার সুযোগ দানের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শীঘ্রই তৃতীয় সংশোধিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবেন এবং একই সাথে দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখটি জানাইবেন।

—সরোয়ার জাহান খান
উত্তর গোড়ান, ঢাকা।